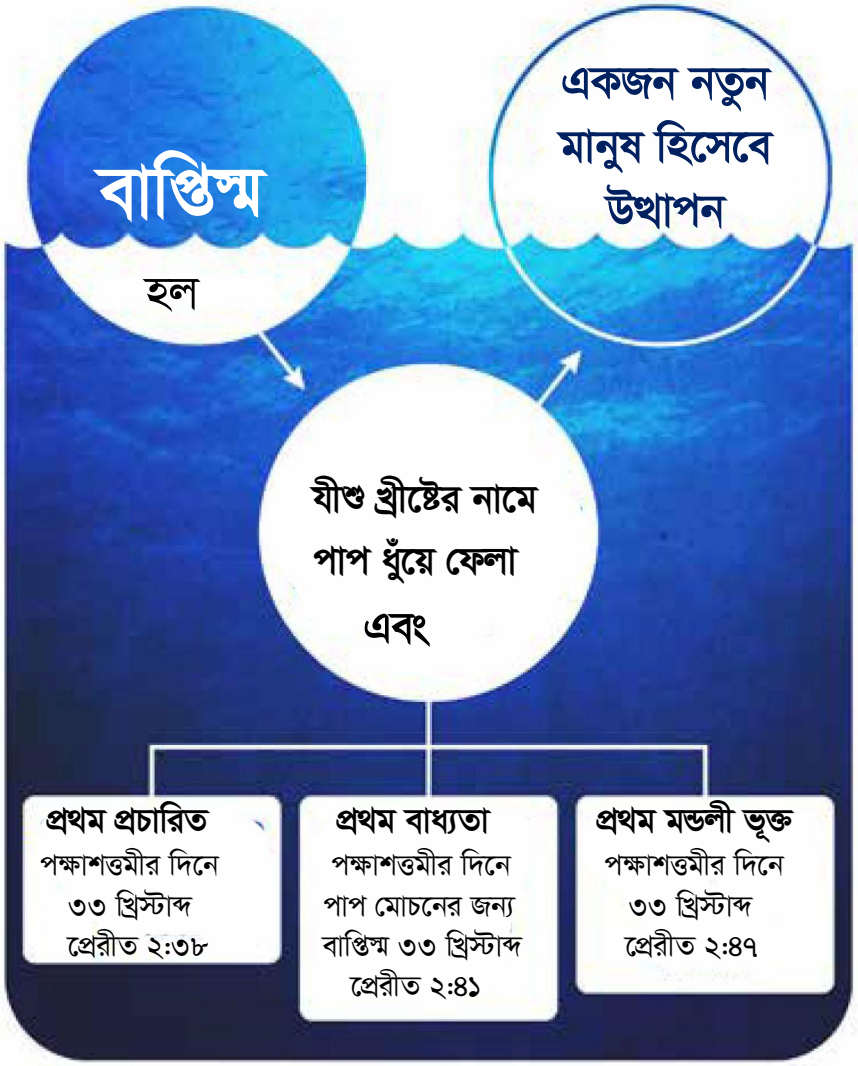

মেষশাবকের রক্ত আমাদেরকে বাইবেলের একটি সত্য ঘটনায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। একজন পাপী যখন বাপ্তিস্ম নেয় তখন সে যীশুর রক্তের কাছে আসে এবং তার পাপ ধুঁয়ে ফেলে। কিন্তু অনেক সম্প্রদায় ও মন্ডলী আজ এই মহান সত্যকে হারিয়ে ফেলেছে। ১৬ শতকের সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবের কারণে লোকেরা শিক্ষা দিতে শুরু করে যে, বাপ্তিস্মের আগেই পরিত্রাণ হয় এবং বাপ্তিস্ম পাপ মোচনের জন্য নয়। তাই আমাদের ঝুঁকিতে থাকা পরিত্রাণের বিষয়ে জানতে আরেকটিবার **বাপ্তিস্ম ও যীশুর রক্তের** দিকে তাকাই।

স্বাগতম

ঈশ্বরের বাক্যে যে যাত্রায় আপনি ভ্রমন করতে চলেছেন সেটি হল জীবনের সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা আপনি গ্রহন করবেন। আমরা একসঙ্গে যখন বিষয়টি অধ্যয়ন করব তখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সবচেয়ে বড় বিষয়ের একটি নিয়ে আলোচণা করব: তা হল পাপ থেকে পরিত্রাণের ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা।

বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ হলেও দুঃখজনকভাবে সত্যি যে, ধর্মীয় জগতের যাজকগণ এটা বুঝতে ও বুঝাতে অনেক সময় সক্ষম হননা। তাই শয়তানও এটাকে আড়াল করার একটি সুযোগ পেয়েছে।

আজকের দিনে খুব কম মন্ডলীই পরিত্রাণের পরিকল্পনার বিষয়ে সত্য শেখায়। এটা খুবই উদ্বেগজনক ও আশ্চর্যজনক; এটি আমাদের মনযোগকে আরো আকৃষ্ট করে এবং বিষয়টি দেখতে বাধ্য করে।

আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হল ঈশ্বরের বাক্যে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের বক্তৃতা শুনে লোকেরা চিৎকার করে প্রশ্ন করেছিল "ভাতৃগণ আমরা কি করব" ? (প্রেরীত ২:৩৭)

প্রেরিত ১৬:৩০ পদেও জেলার একইভাবে প্রশ্ন করেছিল "মহাশয়েরা পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?"

ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর বিশদভাবে দিয়ে থাকে। এবং আমরা সেটাই খুঁজে বের করতে সংকল্পবদ্ধ।

আপনাকে স্বাগতম এই উত্তর বের করার সঙ্গি হিসেবে।

আপনি কি আপনার পাপ যীশুর রক্তে ধুঁয়েছেন?

আমরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি: "কী" আপনাকে আপনার পাপ থেকেউদ্ধার করতে পারে?

সহজভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর হল: আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অবশ্যই যীশুর রক্তের কাছে পৌছাতে হবে।

যীশুর রক্তের কাছে পৌঁছানো আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

বাইবেলের প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায় আমাদের দেখায় যোহন আত্মাবিশিষ্ট হয়ে যখন স্বর্গে ভ্রমন করেন

তখন তিনি দেখেন এক বিশাল জনতা খজ্জুরপত্র নিয়ে সিংহাসনের সম্মূখে ও মেষশাবকের সম্মূখে দাড়িয়ে আছেন.. (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯)।

এবং প্রাচীনগণের মধ্য থেকে একজন সেই জনতার দিকে তাকিয়ে যোহনকে জিজ্ঞাসা করেন এরা কারা? (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৩)

যোহন কিছুটা হতবাক হয়ে প্রশ্নোত্তরে বললেন " **হে আমারপ্রভু আপনি তাহা জানেন"**

তখন সেই প্রাচীন বলেন-**"ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে"** । (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪)

আমরা প্রকাশিত বাক্যের উপরোক্ত পদগুলো থেকে দেখলাম যে, স্বর্গে যাহারা জড়ো হয়ে ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে এবং ঈশ্বরের মেষশাবকের সামনেদাড়িয়ে ছিলেন,তারাসকলেই যীশু খ্রীষ্টের রক্তে তাদের পোশাক ধৌত করে সাদা করেছেন এই শক্তিশালী দিয়ে আমাদের কাছেও একটি প্রশ্ন হাজির হয় যে, আমাদের পোষাক যীশুর রক্তে ধৌত করতে আমাদের কি করতে হবে?

প্রকাশিত বাক্য ১:৫

যীশুর রক্তের শক্তি আছে!!

শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে গীতিকাররা সুন্দর সুন্দর সুরে যীশুর রক্তের শক্তিতেআত্ম-শুদ্ধির গান লিখে মহিমান্বিত করছেন।

১৯৭৮ সালে এলিশা হফম্যান নামে একজন গীতিকার -**"তুমি কি রক্তে ধুঁয়ে গেছ?"** শিরোনামে একটি গান লিখেছেন। গানটি শুনে আপনার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হতে পারে যে, আপনিনিজেকে শুদ্ধ করতে কি যীশুর রক্তের কাছে গেছেন? আপনি কি নিজেকে মেষশাবকের রক্তে ধুঁয়েছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, এই ঘন্টাটি হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে মহা অনুগ্রহের ঘন্টা? আপনি কি মেষশাবকের রক্তে নিজেকে ভাসিয়েছেন?

এই সুন্দরপ্রশ্নগুলী আত্মাকে নাড়া দেয়। গীতিকার এলিশার লিখিত**"তুমি কি রক্তে ধুঁয়ে গেছ?"**স্রোতগীতটি লেখার কয়েক বছর পর আরেকজন গীতিকার লুইস জোনাস ১৮৯৯ সালে লিখিত,যে পরিচিত ও শক্তিশালী স্রোতগীতটি এলিশার স্রোতগীতটির মত ব্যপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে সেটি হলঃ **"আপনি কি আপনার পাপের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে চান? রক্তে শক্তি আছে! রক্তে শক্তি আছে!! আপনি শয়তানকে পরাজিত করে বিজয়ী হবেন! রক্তে বিস্ময়কর শক্তি আছে।"**

প্রেরীত জন পাটন দ্বীপে আত্মাবিশিষ্ট হয়েছিলেন, তিনি রক্তের-শক্তির-কথা জানতেন বিধায় লিখেছেন- *মৃতগণের **মধ্যে** "প্রথমজাত" ও "পৃথিবীর রাজাদের কর্তা" সেই যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক। যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন ও **নিজ রক্তে** আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশিত বাক্য ১:৫।*

পৌল ইফিষীয় প্রবীনদের উদ্দেশ্যে তার সমাপনী ভাষনে মন্ডলীকেযত্ন নেওয়ার ব্যাপারে প্রবীনদেরমনে করিয়ে সাবধান করে দেন যে- প্রভু যীশু তাঁর মন্ডলীকে **তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা** ক্রয় করিয়াছেন (প্রেরীত ২০:২৮)।

এরপর যীশুর বন্ধু পিতরের কথা শুনুন, তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলেন তোমরা ত জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলিক আচার-ব্যবহার হইতেতোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ।- ১ পিতর ১:১৮-১৯।

হ্যা মেষশাবকের রক্তে "উদ্ধারে" বিস্ময়কর শক্তি আছে।

প্রায় ৪০০০ হাজারের বেশী সময় ধরে মানুষ পাপের ক্ষমার উপায় খুঁজছিল

পাপ ক্ষমার জন্য প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো অনুসন্ধান থেকে আজ আমরা বুঝতে পারি যে,**প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের শক্তি**মানুষকে যা দিতে পারে, হাজার হাজার বছর ধরেও মানুষ তা অর্জন করতে পারেনি।

প্রায় চার সহস্রাব্দ ধরে লক্ষ লক্ষ পশু বলির মাধ্যমে (যা ঈশ্বরেরই নির্দেশিত ছিল)মানুষ অনুসন্ধান করেছিল এবং পাপ থেকে মুক্তির জন্যআকাঙ্খা করেছিল। এই অনুসন্ধানটি এদন বাগানে শুরু হয়েছিল, যখন ঈশ্বর মানুষের জন্য একটি আচ্ছাদনেরব্যবস্থা করেছিল, যা সাময়িকভাবে যথেষ্ট ছিল।

পশুদের চামড়া দিয়েআদম ও হবাকেআবৃত করার জন্য ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রথমবারের মত রক্তপাত করেছিলেন।-আদিপুস্তক ৩:২১।

সেই রক্তপাত মানুষের নগ্নতাকে আবৃত করেছিল, কিন্তু তা তার পাপকে ঢেকে রাখতে পারেনি। পুরাতন নিয়মের পরিকল্পনার অধীনে, ঈশ্বর অস্থায়ী একটি আবরণ হিসেবে পরিবেশন করার জন্য পশু বলিদানের আদেশ দিয়েছিলেন এবং সেই বলি তারা ক্রমাগতভাবে বছরের পর বছর দিয়েছিল, **"কিন্তু তা মানুষকে শুদ্ধ করতে পারেনি"**(ইব্রীয় ১০:১-৪)। **যদি পারত তাহলে কি তারা সেই যজ্ঞ শেষ করত না?** (ইব্রীয় ১০:২)**কিন্তু বারবার পাপ স্মরন করা হয়েছে** (ইব্রীয় ১০:৩) **কারণ গরু বা ছাগলের রক্তে পাপ মোচন হয়না** (ইব্রীয় ১০:৪)।
তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরাসরি যীশুকে নির্দেশ করা হয় যাকে বারবার বলিদান করতে হয়নি।**"কিন্তইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।"**-ইব্রীয় ১০:১২

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে-তাঁর আত্ম-শুদ্ধকারী রক্তের মাধ্যমে-আমাদের কাছে একটি প্রতিকার আছে, যাতে আমাদের পাপ আর অন্যায়গুলি স্মরণ করা হবে না (ইব্রীয় ১০:১৭)।

ওহ!! ভাবতেই অবাক লাগে যে, বহু শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে কত রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছিল, মানুষ ঈশ্বরের কাছে ভাল অবস্থানে থাকবার চেষ্টা করেছিল এবং ইস্রায়েল থেকে লক্ষ লক্ষ পশু কোরবাণীতে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেটি পাপ ক্ষমার জন্য যথেষ্ট ছিল না। প্রতি বছরই পাপ স্মরন করা হত।

আপনি কি খুশী নন যে, আজ আমাদের পুরাতন পাপগুলী অতীতের মত প্রতি বছর স্মরন করাহবেনা যদি আমরা মেষশাবকের আত্ম-শুদ্ধি রক্তের সংস্পর্শে আসি তাহলে আমাদের আর তার মুখোমূখী হতে হবে না? এখনও না কখনও না। কালভেরীর সেই মহান ঘটনা আমাদের জন্য এক মহান উপকার বয়ে এনেছে।

কিভাবে আমরা যীশুর রক্তের কাছে পৌছাতে পারি?

এটাই আমাদের মুল প্রশ্নঃ কিভাবে আমরা সেই রক্তে পৌছাতে পারি? বাইবেল উত্তর দিবে এবং তার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করবে, স্বর্গে ঈশ্বররের সিংহাসনের চারপাশে আমরা সাদা পোশাক পরে হাটব কিনা! এই অনুসন্ধান করাটাআমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ!

বিষয়টি,স্পষ্টতই, মানুষের কাছে ছেড়ে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সুতারাং আসুন উত্তরটি উত্তরণের জন্য ঈশ্বরের অনুপ্রাণীত বাক্যের কাছে যাই।প্রথম সুসমাচার প্রচার থেকে শুরু করা যাক, যেটি প্রেরীত পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রভু যীশু স্বর্গে ফিরে যাওয়ার আগে প্রেরীতদের বলেছিলেন যেন, তিনি স্বর্গ থেকে ক্ষমতা না দেওয়া পর্যন্ত তারা যিরূশালেমেই থাকেন। (লুক ২৪:৪৯)

প্রতিটি জাতির লোক সেই পঞ্চাশত্তমীর দিনে জরো হয়, এবং প্রভু যীশুর প্রতিজ্ঞা অনুসারে অলৌকিকভাবেপ্রেরীতদের উপরপবিত্র আত্মার অবতারণ হয়।এবং পিতর প্রথম সুসমাচার শুরু করেন। প্রেরীত ২:১-৫)

পিতর উপস্থিত যিহুদিদের নিকট একটি জলন্ত আত্মা-আলোড়নকারী প্রচার করেন। তিনি তাদের সতর্ক করে যে, তারাই আমাদের প্রভু যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য দায়ী। অতএব, তিনি উপসংহারে বলেন যে, সমস্ত ইস্রায়েল পরিবার নিশ্চিত জানুক যে, ঈশ্বরই সেই যীশুকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাহাদের কাছে ছিলেন এবং অনেক অলৌকিক কাজ করে তিনি প্রমান দিয়েছেন। সেই যীশুই খ্রীষ্ট ও প্রভু উভয়ই।

পিতরের প্রচারটি জড়ো হওয়া লোকদের ভিতর মারাত্রক আলোড়ন সৃষ্টি করে, পিতরের কথায় তাদেরহৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধের মত বাঁধে। ফলশ্রুতিতে, তারা চিৎকার করে প্রেরীতদের প্রশ্ন করে **"ভাইরা আমরা এখন কি করব?"** (প্রেরীত ২:৩৭)

বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!!

সুসমাচার পরিকল্পনার অধীনে জীবন পরিবর্তনকারী একটি প্রশ্ন লিপিবদ্ধ রয়েছে: **পরিত্রাণ পেতে আমাকে কি করতে হবে?** এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্ত। আসুন আমরা দেখি পিতর এই ব্যাপারে কি উত্তর দিয়েছিলেন? পাপের জন্য অনুতাপ করে মন পরিবর্তন কর ও পাপ ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও (প্রেরীত ২:৩৮)।

১.যীশু ও তাঁর রাজ্য বিষয়ক সুসমাচারেবিশ্বাস

২: পাপের জন্য অনুশোচনা করে মন পরিবর্তন

৩: যীশুকে প্রভু ও ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার

৪.যীশু খ্রীষ্টের নামে (বা কর্তৃত্বদ্বারা) পাপ ক্ষমার জন্য ও পবিত্র আত্মার উপহার গ্রহণ করতে বাপ্তিস্ম।

প্রথম তিনটি বিবৃতি হল পদক্ষেপ যা আমাদের নিতে হবে।

চতুর্থটি হল **প্রভু যীশুর আদেশ:বাপ্তিস্ম নেওয়া**, তাই পিতর বললেন মন পরিবর্তন করেযীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজত হও।কোন উদ্দ্যেশে? **পাপ ক্ষমার জন্য ও পবিত্র আত্মার উপহার পেতে।** অনুপ্রাণীত প্রেরীতদের মতে, পাপের ক্ষমা ও পবিত্র আত্মার দান উভয়েই বাপ্তিস্মের পরে আসে, আগে নয়। কিন্তু যদি একজন লোক অনুতপ্ত হয়ে মন পরিবর্তন করে, পাপ ধুঁইয়ে ফেলার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, সে যীশু খ্রীষ্টের রক্তে পৌঁছাবে।

শৌল(পৌল) কিভাবে পরিত্রাণ পায়?

আসুন আমরা এই বিষয়টি শাস্ত্রের সাথে সুসংগত রাখতে শৌলের (পৌলের) রুপান্তরিত ঘটনাটি দেখি। শৌল খ্রিস্টানদের তাড়না করনার্থে সিরিয়ার দামেস্কের অভিমূখে একটি প্রান্তরে একটি উজ্জ্বল আলো দেখেন এবং প্রভুর মুখোমূখী হন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি প্রভুর সাথে কথা বলছেন, তখন তিনি সেই পঞ্চাশত্তমীর দিনে জড়ো হওয়া লোকদের মতই সাড়া দেনঃ "তিনি কাঁপতে কাঁপতে এবং বিস্মিত হয়ে বলেন" **প্রভু, আপনি আমাকে কি করতে চান?** (প্রেরিত ৯:৬)

যারা নিজেদেরকে শৌলমনে করেন তাদের কাছে এই প্রশ্নটি অদ্ভুদ মনে হতেপারে। ইতিমধ্যে পৌলের যা করার দরকার ছিল তা সম্পন্ন করা হয়েছে।তিনিএকটি **"ধর্মীয়-দৃষ্টি"** পেয়েছেন,অর্থাৎ একটি আলো দেখতে পেয়েছেন (প্রেরীত ৯:৩)।
তিনি প্রভুকে দেখেন ও কথা বলেন (প্রেরীত ৯:৪); তারপর, **যীশুর উপর বিশ্বাস** করে **প্রভু বলে স্বীকার করেন**, শৌল যীশুকে "প্রভু" বলে ডাকেন (প্রেরীত ৯:৬)। পরিশেষে, তিনি সেই মহান প্রশ্নটি করেন "প্রভু আমি কি করিব"?তার এই কথার মধ্যে দিয়ে তার **অনুশোচনা** প্রকাশ পায়।(প্রেরীত ২২:১০)।

শৌল যদি আজ তার মন্ডলীতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে, বেশীরভাগই, নিঃসন্দেহে, শৌলের হাত ধরে বলবে, স্বাগতম ভাই শৌল; আপনি এবার জন্মগতভাবে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন! "কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন নাযে, শৌল তখনও নতুনজন্মগ্রহণ করেছেন। আসলে, বাইবেল দেখায় যে, তার পাপ তখনও দুর হয়নি।

আমাদের অনুসন্ধানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার। দর্শন পেয়ে, প্রভুতে বিশ্বাস করে, প্রভুর নাম স্বীকার করে এমনকি যীশুর কাছে প্রার্থনা করেও শৌলের মত-একজন মানুষের পাপ ধুয়ে ফেলবেন না এটা অনেকের কাছে অবিশ্বাসযোগ্য হলেও, আমরা জানি যে এই কাজগুলো পাপ দূর করে না, কারণ যীশু শৌলকে বলেন-***উঠ নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে***(প্রেরীত ৯:৬)।

শৌলের তখনও কিছু করার দরকার ছিল।যখন তিনি দামেস্কে পৌছান, অননিয় ঈশ্বরের প্রেরীত একজন পরিচারক, তিনি হেটে রুমে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন শৌল প্রার্থনা করছেন(প্রেরীত ৯:১২) এবং অননীয় শৌলকে বললেন-
আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।-প্রেরীত ২২:১৬

এর অর্থ শৌলের যীশুকে দর্শন, যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা ও যীশুর নিকট প্রার্থনা করার পরেও তার পাপ ছিল যা ধুইয়ে ফেলার দরকার ছিল। তার আত্মায় তখনও একটি দাগ ছিল, তার পোশাক তখনও যীশুর রক্তে ধৌত হয়নি, তিনি তখনও স্বর্গে ঘুরে বেড়ানোর জন্য প্রস্তুত হননি।
তাই শৌল উঠলেন ও বাপ্তিস্ম নিলেন (প্রেরীত ৯:১৮)।

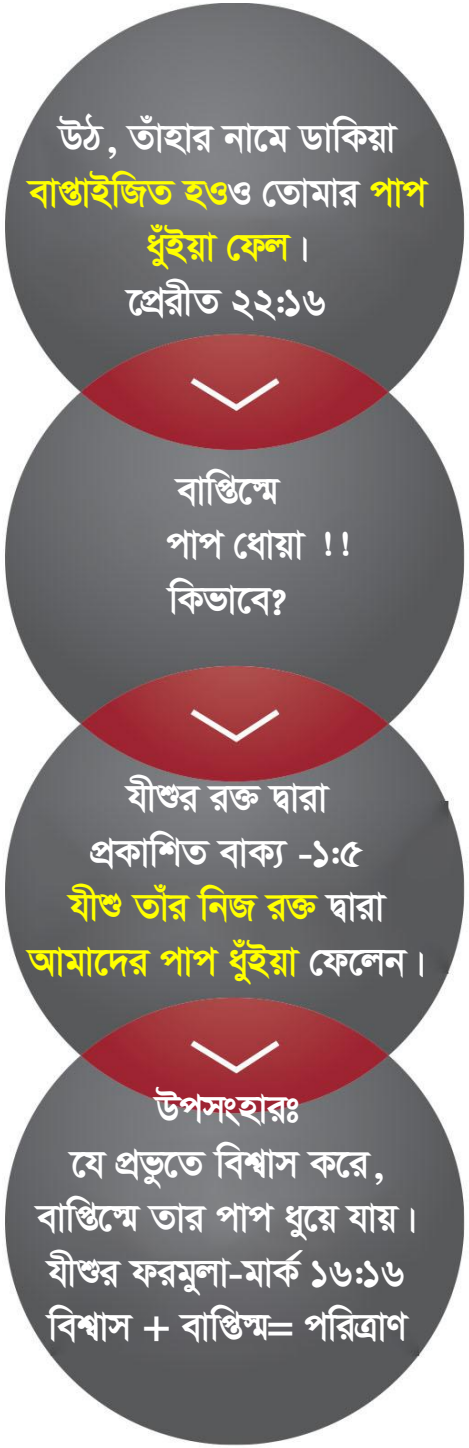

কোন বিষয়টি একজন লোককে খ্রীষ্টেতে রাখে?

বহু বছর ধরে যাকে শৌল নামে ডাকা হত পরেতিনি পৌল নামে পরিচিত হলেন। সেই পৌলই রোমে একটি পত্র লেখেন এবং যীশুর রক্তে পাপ ধুঁইয়ে ফেলার প্রক্রিয়াটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় একজন মানুষকে খ্রীষ্টে প্রবেশ করান:**আমরা যারা পাপের জন্য মৃত, তারা কিভাবে স্বর্গে বেঁচে থাকব? সেটা কি আপনি**

এখনও জানতে পেরেছেন?

আসুন আমরা রোমীয় ৬:২-৭পদে এই বিষয়ে কি লেখা আছে তা পর্যালোচনা করি। *২আমরা ত পাপের সমন্ধে মরিয়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপে জীবনযাপনকরিব? ৩অথবা, তোমারা কি জাননা যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, ৪অতএব, আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দ্যেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি ; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নতুনত্বে চলি।৫কেননা যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁহার সহিত একিভূত হয়েছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যওহইব।৬আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপীত হইয়াছে, যেন পাপ দেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি। ৭কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে ধার্মিক গণিত হইয়াছে।-রোমীয় ৬:২-৭*

এখানে উল্লেখিত **মৃত্য, সমাধি ও পুনরুত্থানের** বিষয়টি লক্ষ্য করুন। ২ নং পদে বলা হয়েছে: **"আমরা পাপের সমন্ধে মৃত"**। ৩ নং পদে বলা হয়েছে- **"যীশুর মৃত্যুর উদ্দ্যেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি"**।৪ নং পদে বলা হয়েছে- ***তাঁহার মৃত্যুর উদ্দ্যেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি,*** এবং তারপর **"আমরা জীবনের নতুনত্বে চলছি।"** পৌল এরপর এই মহান শিক্ষাটিকে ১৭ পদের মধ্য দিয়ে একটি উপসংহারে আবদ্ধ করেছেন-*কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে, তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, পরন্ত শিক্ষার যে আদর্শে সমর্পিত হইয়াছ, অন্তকরণের সহিত সেই আদর্শের আজ্ঞাবহ হইয়াছ; এবং পাপ হইতে স্বাধীনীকৃত হইয়া তোমরা স্বাধীনতার দাস হইয়াছ।-রোমীয় ৬:১৭-১৮*

পৌল রোমীয় ৬:১৭-১৮ পদের মধ্যে দিয়ে একটি মতবাদের রূপক ব্যবহার করেছেন যেটা তারা মেনেছিল। যা অবশ্যই আমাদের প্রভু যীশুর মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (রোমীয় ৬:২-৬)।

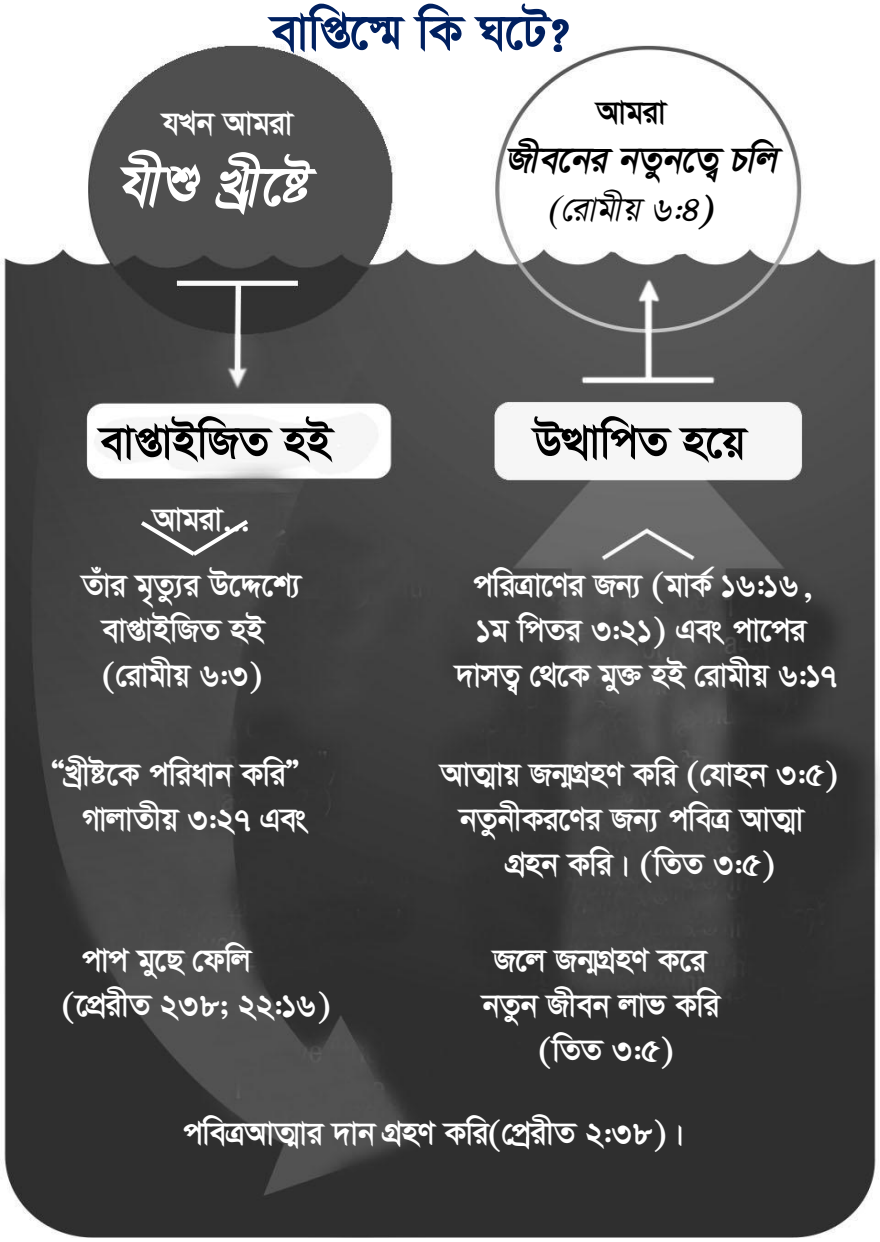

আমরা কিভাবে এই প্যাটার্নে বাধ্য থাকতে পারি? পৌল বলেন ঃ প্রথমত পাপে মরতে হবে (রোমীয় ৬:২)তারপর যীশুর সাথে পুনরুত্থিত হতে হবে (রোমীয় ৬:৪) এবং সর্বশেষ নতুন জীবনে খ্রীষ্টে জীবনযাপন করতে হবে (রোমীয় ৬:৪)।

শাস্ত্র **পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই প্যাটার্নে বাধ্য হওয়াকে জোর দেয়** (রোমীয় ৬:১৭-১৮)।

আমরা কেহই পাপ থেকে মুক্ত নই(রোমীয় ৩:২৩)। কিন্তু আমরা যদি এই প্যার্টার্নে বাধ্য হই তাহলে আমাদের পাপ ধুঁইয়ে ফেলি। আমরা যত লোক যীশু খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম নেই সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম নেই (রোমীয় ৬:৩)।**এটাই খ্রীষ্টে পাপ থেকে মুক্তি**।আমরা আমাদের প্রভু ছাড়া আমরা কোন ভাবেই প্ররিত্রাণ পেতে পারি না।

কিভাবে আমরা খ্রীষ্টে থাকতে পারি? রোমীয় ৬:৩ **বলে আমারা খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নেই**। গালাতীয় ৩:২৭-এ একই কথা বলে- **কারণ তোমরা যতলোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যেবাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।**

আমরা যে প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করেছি তার উত্তর এখানে খুঁজে পাই যে, প্রভু অন্য কোন উপায় প্রদান করেননি যার মাধ্যমে আমরা **খ্রীষ্টে থাকতে পারি** এবং **বাপ্তিস্ম** ছাড়া আর কোন উপায় নাই যার দ্বারা **যীশুর রক্তের মুক্তির** কাছে পৌছাই।

আমাদের বাধ্যবাধ্যকতা হল-**যীশু খ্রীষ্টের দিকে ফিরে আসা, এবং উঠে বাপ্তাইজ গ্রহণ করা ও পাপ ধুঁইয়া ফেলা।**

আমি ত অনেক আগে বাপ্তিস্ম নিয়েছি, কিন্তু.....

অনেকে হয়ত ভাবছেন আমি ত অনেক আগেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে একটি সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিয়েছি?
এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদিও অনেক সম্প্রদায় বাপ্তিস্ম দেয়। তবে, বেশীরভাগ সম্প্রদায়ই একটি **"চিহ্ন"** বা টোকেন হিসেবে বাপ্তিস্ম দেয়, যে সে যীশুকে বিশ্বাস করে পরিত্রাণ পেয়েছে, তাই সেই চিহ্ন হিসেবে তাকে বাপ্তাইজিত হতে হবে। তারা দাবি করে যে, একজন লোক যখন ব্যক্তিগত হিসেবে যিশুকে পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহন করতে সিদ্ধান্ত নেয় তখনই সে পরিত্রাণ পায়। তারপর সে "প্রার্থনা করে" এবংএখন সে পরিত্রাণের চিহ্ন হিসেবে যখণ খুশী তখন বাপ্তিস্ম নিতে পারেন।

এই ধরণের মন্ডলীগুলি শিক্ষা দেয় যে, **"প্রার্থনাই হল পরিত্রাণের উপায়"** পরে যেকোন এক সময় বাপ্তিস্ম নিলেই হয়।

*সুতরাং তারা **পাপ মোচনের জন্য বাপ্তিস্ম** (প্রেরীত ২:৩৮) নেয় না।তাই সেই বাপ্তিস্ম শাস্ত্র মতে ভুল, কারণ এটি প্রেরীত ২:৩৮; প্রেরীত ২২:১৬ এবং রোমীয় ৬ এর থেকে আলাদা।*

আপনার কি করা উচিৎ?

আপনি যদি এই ধরনের বাপ্তিস্ম নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কি করা উচিৎ? প্রেরীত ১৯ অধ্যায়ে ইফিষের যুবকেরা যা করেছিল আপনারও তা করা উচিৎ। ইফিষে পৌল কিছু যুবককে দেখতে পান যারা যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।

তারা কখনও শাস্ত্রীয় বাপ্তিস্মের কথা শোনেননি। তাই পৌল অবিলম্বে যীশুর নামে বাপ্তিস্মের শিক্ষা দেন এবং তারপর শাস্ত্রে দেখা যায় যে, "তারা সেটি শুনেছিল এবং **"প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইল"** (প্রেরীত ১৯:৫)। (প্রসঙ্গক্রমে দেখুন যে এখানে বাপ্তিস্ম তাৎক্ষনিকের বিষয়ে বলে।)

একমাত্র বাপ্তিস্ম যা **"প্রভু যীশুর নামে"** (অর্থাৎ তাঁর কর্তৃত্ব দ্বারা) **" পাপ ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে"** বাপ্তিস্ম হলপ্রভুর অনুমোদীত বাপ্তিস্ম যাইফিষীয় ৪:৫ এর **" এক বাপ্তিস্ম"।**

বাপ্তিস্মের প্রক্রিয়ায় ভুলের কারণে অনেক লোকই সুসমাচারে বাধ্য হয়নি এমনকি খ্রীষ্টেরও নয়। যদিও তারা দীর্ঘদিন যাবত উপসনা করে মনে করতে পারে তারা খ্রীষ্টেতে আছে। কিন্তু আসলে এটি শয়তানের একটি সুক্ষ্ম ষয়যন্ত্র যা মানুষকে যীশুর আত্ম-শুদ্ধকারী রক্তের কাছে আসতে বাঁধা সৃষ্টি করতে ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু ২য় থিষলনীয় ১:৮ বলে-যাহারা ঈশ্বরকে জানেনা ও আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিৎ দন্ড দিবেন।

এমন লোকদের জন্য কেমন ভয়ংকর দিনই না অপেক্ষা করছে যারাবেঁচে আছে এই ভেবে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে অথচ তারা সেটা আসলেই পায়নি।**কেন সে কখনও পরিত্রাণ পায়নি?** কারণ তারা কখনও **যীশুর রক্তের কাছে পৌছায়নি।** বাইবেল বারবার শিক্ষা দেয় যে পাপের ক্ষমার জন্য বাপ্তিস্ম না নিলে আমরা আমাদের পাপের মধ্যেই বেঁচে থাকি।

কারণ লক্ষ করুন আপনি যদি শাস্ত্র মতে-
বাপ্তিস্ম দ্বারা পাপ মুছে না ফেলেন (প্রেরীত ২:৩৮)
যদি খ্রীষ্টকে পরিধান না করেন (গালাতীয় ৩:২৭)
যদি পবিত্রআত্মারূপ দানপ্রাপ্ত না হন (প্রেরীত ২:৩৮)
যদি আপনি আপনার পাপ ধুঁয়ে না ফেলেন (প্রেরীত ২২:১৬)
যদি প্রভু যীশুর দেওয়া পরিত্রাণের পদক্ষেপ না করেন (মার্ক ১৬:১৬)
যদি জল ও আত্মায় নতুন জন্ম গ্রহণ না করেন (যোহন ৩:৩-৫)
যদি বাইবেল অনুযায়ী বাপ্তিস্মের উদাহরণ অনুস্বরণ না করেন- জেলার যেভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল (প্রেরীত ১৬:৩০-৩৩); পৌল যেভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল (প্রেরীত ৯ ও ২২ অধ্যায়); পঞ্চাশত্তমীর দিনে ৩০০০ যিহুদী যেভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল (প্রেরীত ২:১-৪৭); কর্ণীলিয় যেভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল (প্রেরীত ১০ অধ্যায়); ইথিওপিও নংপুংসক যেভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল (প্রেরীত ৮:২৭-৩৯) ।
তাহলে আপনি পরিত্রাণপ্রাপ্ত নন (১ম পিতর ৩:২১; মার্ক ১৬:১৬)।
আপনি যদি শাস্ত্রমতে বাপ্তাইজিত না হয়ে থাকেন, তাহলে**আজকেই যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হয়ে আপনার পাপ মুছে ফেলেন**। দয়া করে আপনি "বাপ্তিস্মের এই পক্রিয়াটি গ্রহণ করুন"।
অবশ্যই আপনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে অনুস্মরণ করুন -প্রেরীত ১৬:৩১
দয়া করে লুক ১৩:৩ মনে রাখবেন।

আপনি কি মৃত্যুর পরে অনন্তজীবি হতে ও প্রভুর সঙ্গে বসবাস করতে চাননা?

আপনি কি আপনার অন্তকরণহইতে যীশুর নাম স্বীকার করতে চান বা বলতে চান:: **আমি বিশ্বাস করি যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র**।ঠিক যেমন একজন অভিজাত ব্যক্তি গাজার কাছে করেছিল? (প্রেরীত পুস্তক ৩৬ এর ফুটনোট)।

সেই চুড়ান্ত পদক্ষেপ নিন এবং খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম নিন, সেই জলাবদ্ধ কবরে সমাধিস্থ হউন, যেখানে আপনি খ্রীষ্টের রক্তের সংস্পর্শে আসতে পারেন এবং যার মধ্য দিয়ে আপনার পাপ ধুঁয়ে ফেলা হবে। আপনি যখন যীশু খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হবেন এবং তাঁর আশিবাদিত মন্ডলীতে যুক্ত হবেন (প্রেরীত ২:৪৭) তখন কি আনন্দের দিনই না হবে।

আর শেষ যাত্রা যখন হবে তখন এমন একটি দিন হবে যেদিন আমরা সকলে স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে জরো হওয়া সাধুদের দলে যোগ দিব। আমাদের বিশ্বস্থতার পুরস্কার হিসেবে স্বর্গীয় পুরস্কারে প্রবেশ করব। কারণ আমাদের পোশাক মেষশাবকের(যীশুর) রক্তে ধৌত হয়েবরফের মত সাদা হয়ে গেছে।

আমরা আশা করি আপনি মিঃ এলিশা হফম্যানের মহান স্রোতগীত **" তুমি কি রক্তে ধৌত হয়েছ?"** গানটির মহান প্রশ্নটির প্রতি মনোযোগ দিবেন। "পাপের ময়লা পোষাকগুলী একপাশে ফেলে দিয়ে, নিজেকে যীশুর রক্তে ধুয়ে ফেলুন; অপবিত্র আত্মা ধৌত করার জন্য যীশুর রক্তের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। আসুন, ধৌত হউন। প্রভু যীশু আপনার ময়লা পোশাক একপাশে ফেলে রেখে আপনাকে আর্শিবাদ করুক। আপনি সেটা করবেন না? আপনি কি অবিলম্বে " পাপ ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে" বাপ্তিস্ম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবেন না?

প্রিয় বন্ধু, আমরা কি আপনাকে শাস্ত্র অনুসারে বাপ্তিস্ম নিতে সাহায্য করতে পারি? আমরা সাহায্য করতে বা বিষয়গুলী আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারলে আমরা সম্মানিত হব।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বা বই আকারে প্রিন্ট কপি পেতে

যোগাযোগ করুনঃ
মিরপুরস্থ খ্রীষ্টের মন্ডলী
মোবাইলঃ ০১৬৭৫২৪৯২১৬
ইমেইলঃ bidhanbaroi1977@gmail.com